চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হোক

ইদানীং চিটিপত্র কলামে কিছু ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা পিছানোর আবেদন জানিয়েছেন। তারা সবাই এ জন্য দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। কিন্তু বন্যা আমাদের দেশে কোন অস্বাভাবিক বা অকস্মাৎ ব্যাপার নয়। আমরা যারা নিয়মিত অধ্যয়নকারী ছাত্র তারা এরূপ প্রতিকূলতায় পরীক্ষা দিতে সক্ষম। কারণ ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দু বছর একটি পর্যাপ্ত সময়। আগষ্টের পরীক্ষা পিছিয়ে অক্টোবরে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এরপরও পরীক্ষা পিছানো আমাদের কাম্য নয়। আমরা যারা গরীব ছাত্র তাদের জন্য এই পরীক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থের অভাবে আমরা অনার্স কোর্সের পড়াশুনা হতে বঞ্চিত। চাকরির জন্য আমাদের এই পরীক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই আমরা অধিকাংশ ছাত্র যথাসময়ে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী। উল্লেখ্য, রাজশাহী বিভাগ বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন নয়। তাই যারা পূর্ণ দুই বছর পড়াশুনা না করে পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস আগে প্রস্তুতি শুরু করেন কেবল তারাই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জিম্মি করে পরীক্ষা পিছানোর আবেদন জানান। সুতরাং নিয়মিত অধ্যয়নকারী অগণিত ছাত্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন যে, যেন জট সৃষ্টি না করে যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক।

নারায়ণ ঘোষ, মুনীর হোসেন সাইফুল ইসলাম, এনাম আহমেদ।
বাণিজ্য বিভাগ (পরীক্ষার্থী)
সরকারী তোলারাম কলেজ
নারায়ণগঞ্জ।

ডিগ্রী পরীক্ষা পিছানো কেন যুক্তিযুক্ত

বেশ কদিনথেকেই পত্রিকার পাতায় ডিগ্রী পরীক্ষা পিছানোর পক্ষে এবং বিপক্ষে চিঠি ছাপা হচ্ছে। অবশ্য এরবেশীর ভাগই পিছানোর পক্ষে।

হঠাৎ একদিন চোখে পড়লো পেছানোর বিপক্ষের একজন ছাত্রের আবেদনটি। (এই মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না)। তার যুক্তি (?) হচ্ছে, ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারীরা ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হয়েই খুব জোরেশোরে পড়ালেখা শুরু করে দেয়। এবং যেহেতু তাঁরা পূর্ব প্রস্তুতিলব্ধ, সেহেতু বন্যায় তাদের প্রস্তুতির কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। তাই পরীক্ষা যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হোক।

পত্র লেখকের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারলাম না। কারণ, সকল ডিগ্রী পরীক্ষার্থীই ভর্তির পরপর লেখাপড়ার সুযোগ পান না নানা কারণে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, চাকরিজীবী পরীক্ষার্থীরা। এরা সারাদিন চাকরি করে রাতে ক্লাস করেন এবং তারপর শ্রান্তদেহ বিশ্রামের জন্যই শুধু অপেক্ষা করে, পড়ালেখার জন্য নয়। তার ওপর এবার ভয়াবহ বন্যা। বন্যার প্রকৃত তথ্য আমি বিশ্লেষণ করতে যাবো না, কারণ, পত্রিকার পাতায় তা সবাই পড়েন। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো নজিরবিহীন বন্যায় এবার শহরের লোকজনও আক্রান্ত এবং প্রতোকটি গ্রামের পরিবারেই কমবেশী আক্রান্ত হয়েছে। অনেককেই সবকিছু ফেলে আশ্রয় শিবিরে যেতে হয়েছে। আমরাও খবর পেয়ে গ্রামে গিয়ে রিলিফ বন্টনের কাজে সহায়তা করেছি। এখন পুনরায় আবার বন্যা দেখা দিয়েছে। আবার আক্রমন, আবার ত্রাণকাজ। এর মধ্যেই অফিসে নিয়মিত হাজিরা। পরিবারের জন্য উৎকন্ঠায় সারারাত ঘুম হয় না। বৃহস্পতিবারে গ্রামে যাই, শনিবার সকালে ফিরে আসি অফিসে। এ রকম বহু ছাত্র আছে। ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের খুব কম সংখ্যকই সারা বছর পড়ার সুযোগ পান। হয়তো উনি একজন সৌভাগ্য বান সন্তান। অফিস করতে হয় না, সারা দিন পড়ালেখা করে সময় কাটান।

কিন্তু বাস্তব বড় নির্মম। সবার জন্ম সোনার চামচে হয় না। বন্যার্তদেরও অনেকের জন্ম হয়েছে আশ্রয় শিবিরে। বিজ্ঞজনেরা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিন। পরীক্ষা পিছান।

ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
জগন্নাথ বিশ্বঃ কলেজ, ঢাকা।

এম বি এ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, স্বনামধন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আইবিএ ইনষ্টিটিউট" "এম,বি,এ প্রোগ্রাম-৮৭"তে ২১ নং ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ২।১০।৮৭ ইং নির্ধারণ করেছে। কিন্তু উক্ত তারিখে হিন্দু সম্প্রদায়ের মহাষ্টমী দুর্গা উৎসব। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীগণ যাতে দেবীকে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে সেদিক বিবেচনা করে উক্ত তারিখ পুনঃ নির্ধারণের জন্য যথায়ং কর্তৃপক্ষের নিকট জোর আবেদন রাখছি।

জীতেন্দ্র নাথ মণ্ডল, বি,এস এস (অনার্স), এম,এস,এস, অর্থনীতি, ঢাকা। কারকো বোর্ডিং/৬, পো-শুভাঢ্যা, ঢাকা।

21 SEP 1987